অমৃতপুরুষ বিদ্যাসাগর

ড. প্রভাসকুমার রায়
সম্পাদিত

মহিষাদল রাজ কলেজ

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 21:2

অমৃতপুরুষ বিদ্যাসাগর

সম্পাদক

ড. প্রভাসকুমার রায়

প্রধান, বাংলা বিভাগ

সহসম্পাদক

অধ্যাপক সমীরকুমার পাত্র (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ)

ড. সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়, (প্রধান, অর্থনীতি বিভাগ)

ড. শম্পা বসু, (বাংলা বিভাগ)

উপদেষ্টামণ্ডলী

শ্রী তিলককুমার চক্রবর্তী (সভাপতি, পরিচালন সমিতি, মহিষাদল রাজ কলেজ)

ড. অসীমকুমার বেরা (অধ্যক্ষ, মহিষাদল রাজ কলেজ)

অধ্যাপক বাদলকুমার বেরা, (অর্থ-আধিকারিক, মহিষাদল রাজ কলেজ)

ড. শুভময় দাস, (প্রধান, জীববিদ্যা বিভাগ) / ড. আশিস দে, (প্রধান, ইংরেজি বিভাগ)

ড. নবনীতা বাগ, (প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ)

শ্রী নন্দন দাস (মহাকরণিক) / শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, (সম্পাদক, শিক্ষাকর্মী সংসদ)

শ্রী প্রকাশ পাল (ছাত্র প্রতিনিধি)

মহিষাদল রাজ কলেজ

মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর

প্রথম প্রকাশ : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

প্রকাশক : ড. অসীমকুমার বেরা, অধ্যক্ষ মহিষাদল রাজ কলেজ

প্রচ্ছদ : মৃণাল শীল

ISBN : 978-81-936308-0-8

মুদ্রক : দীপক প্রিন্টার্স, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

মূল্য : ২০০ টাকা

সূচিপত্র

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ৯ সম্পাদকীয় ১০
আক্রান্ত বিদ্যাসাগর / স্বপন বসু ১৩
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে গান্ধিজি / হরিপদ মাইতি ১৮
'সহজপাঠ' নয়, 'বর্ণপরিচয়' / লক্ষ্মণ কর্মকার ২৭
বিদ্যাসাগর ও সংস্কৃত যন্ত্র / শিশিরকুমার বাগ ৩৪
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও একালের অভিভাবক / ড. প্রভাসকুমার রায় ৪০
নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বিদ্যাসাগর / ড. পরমেশ আচার্য ৪৫
আদি কবির প্রথম কবিতা / হরপ্রসাদ সাহু ৪৮
বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানচেতনা ও প্রয়োগ / ড. শুভময় দাস ৫৩
বিদ্যাসাগরের ধর্মমত / শরৎ চন্দ্র মেট্যা ৮৭
নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর : সংস্কারের সীমাবদ্ধতা / ড. ফটিকচাঁদ ঘোষ ৯২
ঈশ্বরচন্দ্র : এক জ্যোতির্ময় পুরুষ / ড. নবব্রত ঘোষাল ১০৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনই বাণী / ডঃ নীলোৎপল জানা ১০৯
বিদ্যাসাগর ও আধুনিকতা / রাখালরাজ দিণ্ডা ১১৬
বাংলা গদ্যের বিবর্তন ও বিদ্যাসাগর / মণিমেখলা মাইতি ১১৯
বিদ্যাসাগর চরিত : নিজের কথায় নিজের কথা / সঞ্জীব মান্না ১৩০
বাংলা লিপির সংস্কার ও বিদ্যাসাগর / গোবিন্দ সামন্ত ১৩৯
বিদ্যাসাগর মানসে বাঙালি রমনী / দেবারতি ভঞ্জ১৫৫
বিদ্যাসাগর : এক অন্যতম চিকিৎসক / ড. নীলাংশু অধিকারী ১৬৩
অন্য আলোকে বিদ্যাসাগর / পৌলমী হাজরা ১৭০
অনুবাদক বিদ্যাসাগর / সুরজিৎ মণ্ডল ১৭৩
বোধোদয়ের বোধোদয় / অণুশিলা সাহু ১৭৮
লেখক-পরিচিতি ১৮৭

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 21:20

অনুবাদক বিদ্যাসাগর

সুরজিৎ মণ্ডল

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,"[১]

বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে করুণা-সিন্ধু বিদ্যাসাগরের অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বিধবা বিবাহ প্রচলন, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি তাঁর মহান অবদান। অন্যদিকে আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অনুবাদক হিসেবে বাংলা গদ্যের ধারায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। কিন্তু এই অনুবাদের মাধ্যমে তিনি মৌলিকতা বজায় রেখে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাই বিদ্যাসাগরের অনুবাদ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ।

সাধারণভাবে কোনো রচনাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত করাকে বলা হয় অনুবাদ। বিষয়গত দিক থেকে অনুবাদ মোটামুটি দুধরনের হয়। যথা— আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। মধ্যযুগে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ কর্ম শুরু হয়। ঊনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগরের হাতে এই অনুবাদ যেন ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ শুষ্ক, নীরস কিংবা আক্ষরিক অনুবাদ নয়। এই অনুবাদ হল সরস, প্রাঞ্জল ও ভাবানুবাদ। তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় লেখা বিভিন্ন গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আসলে বাংলার কোমল বুদ্ধি সম্পন্ন বালক বালিকারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে যাতে সংস্কৃত এবং ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিদ্যাসাগরের এই অনুবাদ কর্ম। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি ভাষাগত জটিলতাকে যথাসম্ভব পরিহার করেছেন। গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিটি অনুবাদই বিদ্যাসাগরের হাতে নতুন রূপ পেয়েছে।

বিদ্যাসাগরের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ 'বাসুদেব চরিত'। গ্রন্থটি অপ্রকাশিত। ভাগবতের কৃষ্ণলীলার আংশিক অনুবাদ। এটি তাঁর প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ হলেও মৌলিকতা স্পষ্ট। এরপর দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থটি হল 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)। এটি সাধুভাষায় লেখা। মূল গ্রন্থটি সংস্কৃতে লেখা। ফোর্টউইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের জন্য গ্রন্থটি হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়। বিদ্যাসাগর সেই হিন্দি গ্রন্থ 'বৈতালপচ্চিসী'র বাংলা অনুবাদ করেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি' নামে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি সহজ সরল রীতিকে ব্যবহার করেছেন। এই ভাষা তাই শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে। যেমন—

"একদিন নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্তী হইয়া কহিল, মহারাজ! কি আজ্ঞা হয়।

পটান্তরে ছোটগল্প

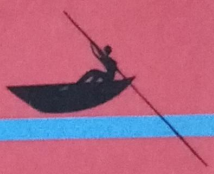

বিভাজন পরবর্তী রূপরেখায়

সম্পাদনা

অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী

রানা ভট্টাচার্য

AI DUAL CAMERA

Shot by সরজিৎ

2024/05/16

পাঠান্তরে ছোটগল্প
বিভাজন পূর্ববর্তী রূপরেখায়

সম্পাদনা
অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী রানা ভট্টাচার্য

SOPAN
সোপান
কলকাতা

Pathantar Chotogalpa Bivajaner Purbabarti Ruparekha
Editied by : Arindrijit Banerjee & Rana Bhattacharyya
Published by Joyjit Mukhopadhaya. **Sopan**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
(033) 2257-3738 / 9433343616 / 9836321521
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbooks.in

প্রথম প্রকাশ
২০২১

© অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী ও রানা ভট্টাচার্য
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক
জয়জিৎ মুখোপাধ্যায়
সোপান
২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮/৯৪৩৩৩৪৩৬১৬/৯৮৩৬৩২১৫২১
E-mail : sopan1120@yahoo.com/publisopan@gmail.com
Website : www.sopanbooks.in

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১১এ, জগদীশ নাথ রায় লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৪৯৯ টাকা

ISBN : 978-93-90717-33-0

সূচিপত্র

রবীন্দ্র ছোটগল্পে ঔপনিবেশিক মন ও জীবন	সায়ন মণ্ডল	১১
পরিবেশকেন্দ্রিক ভাবনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	রূপায়ণ রায়	১৭
রবীন্দ্রনাথ : পোস্টমাস্টারের বেদনা রংহীন	নির্মল কুমার বর্মন	২৪
রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গীর তিনটি গল্প : নারীচেতনার এক ব্যতিক্রমী পাঠ	উত্তম পালুয়া	২৮
প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমন্বয়ে রবীন্দ্র ছোটগল্প	চঞ্চলকুমার মণ্ডল	৪২
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আধুনিকতার অনুসন্ধান	দিবাকর বর্মন	৪৮
রবীন্দ্র ছোটগল্পে উপেক্ষিতা নারী	সুরজিৎ মণ্ডল	৫৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিথি : বিশ্লেষণের আলোকে	সঞ্জয় কুমার	৬৬
লিপিকা'র নির্বাচিত গল্প : অবদমিত মায়া ও সংযুক্ত কায়া	অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী	৭২
রবীন্দ্র ছোটগল্পে কিশোর কিশোরী	কৃষ্ণময় দাস	৮০
রবীন্দ্র গল্পে নারীর প্রতিবাদী সুরের অনুরণন	সৌভিক রাজ	৮৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শাস্তি গল্প অবলম্বনে চন্দরার নীরব প্রতিবাদ	তুহিনা পারভীন	৯৩
রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত ছোটগল্প : শিশু মনস্তত্ত্বের ছবি	শেলি দত্ত	৯৭
অচলায়তন ভাঙার কারিগর - সোহিনী	অণুশীলা সাহু	১০৭
সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঙ্কাল	পৃথা দে	১১৭
সত্য শিব সুন্দরের এক নিবিড় পাঠ	সৌরভ সাহা	১২২
ছোটগল্প অন্য ভুবন : রবীন্দ্রনাথের 'গিন্নি' ও 'স্ত্রীর পত্র'	কাজী রিংকু মন্ডল	১৩০
মানববর্জিত সমাজে প্রকৃতিকন্যা সুভার বুকে বেদনার শেল	বাপী কুশারী	১৩৫
শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' : প্রসঙ্গ অন্ত্যজ সমাজজীবন	শ্রীপর্ণা ঘোষ	১৪২
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেবী		
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী : প্রসঙ্গ স্নেহ ও বাৎসল্য রস	উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল	১৪৮
বরযাত্রী : হাস্যরসের ধারায় ব.ভ.ম.-র অবদান	দীপঙ্কর মণ্ডল	১৫৪
বনফুলের 'ভ্রষ্টলগ্ন' গল্পে প্রেম এবং পরিণয়	রীতা রাণী দে	১৬১
কিন্নর দল, বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যায়	কুশল চ্যাটার্জী	১৬৭
সংসার সীমান্তে ও হিঙের কচুরি : ছোটগল্পে পতিতা প্রসঙ্গ	প্রীতম চক্রবর্তী	১৭৮
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটোগল্পে মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন	রাখিমা দাস	১৮৫
প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানি' : চিরাচরিত সংসার বৃত্তের বাইরের জীবনকাহিনী	পবিত্র বিশ্বাস	১৯০

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16

রবীন্দ্র ছোটগল্পে উপেক্ষিতা নারী

সুরজিৎ মণ্ডল

রবীন্দ্র সাহিত্যের আঙিনায় নারী চরিত্রের অবাধ বিচরণ। কখনো মাতা রূপে, কখনো কন্যা রূপে, কখনো বধূ রূপে কখনো বা প্রেয়সী রূপে। বিশেষতঃ ছোটগল্পগুলিতে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রগুলিকে গড়ে তুলেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবহেলিত নারীর বেদনার্ত জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী ফুটে উঠেছে ছোটগল্পগুলিতে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি হল , 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা; 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতন; 'সুভা' গল্পের সুভা; 'স্ত্রীর পত্র'এ মৃণাল ও বিন্দু; 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তী প্রভৃতি।

'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা পিতামাতার আদরের ধন। সামাজিক পণপ্রথার অভিশাপে ক্ষতবিক্ষত সে। নিরুপমার জীবনের মর্মবেদনা স্থানলাভ করেছে এই গল্পে। দশহাজার টাকা ও বহু দানসামগ্রীর শর্তে নিরুপমার বিবাহ পাকাপাকি হয়। জীবন পণ করে পিতা রামসুন্দর কিছু টাকা সংগ্রহ করলেও ছয়-সাত হাজার টাকা বাকি থেকেই যায়। এই পনের টাকা বাকি থাকার কারণে নিরুপমার শাশুড়ি তাকে ক্রমশঃ তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকে। খাওয়া পরার যত্ন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। কারণ, "বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোন অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।"[১]

বাড়ীর দাস-দাসীরাও তাকে নিচু নজরে দেখতে থাকে । রামসুন্দর মেয়ের বাড়ীতে এসে কোন দিন নিরুর দেখা পান, কোন দিন আবার পান না। এমতাবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জন নিরুপমার নিত্য সঙ্গী। নিরুপমার জীবন যেনন টাকার সমতুল্য।

এ গল্পে শুধু নিরুপমা নয়, তার পিতাও পনের দায়ে জর্জরিত, মর্মাহত। তিনি কখনো বেশি সুদে অল্প অল্প টাকা ধার করেছেন, কখনো বা বসত বাড়ী বিক্রি করে পনের টাকা শোধ করতে চেয়েছেন কন্যার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু নিরুপমার পিতার অসহায় অবস্থার কথা জানে। তাই সে পিতাকে নিরস্ত্র করতে বলেছে, "বাবা তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবেনা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"[২]

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 21:26

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রত্যাশা-প্রাপ্তি

সম্পাদনা
ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল
সুকুমার রায়

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 2

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রত্যাশা-প্রাপ্তি

সম্পাদনা
ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল
সুকুমার রায়

প্রজ্ঞাবিকাশ
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

AI DUAL CAMERA

Rabindra-Sahitye Pratyasa-Prapti
by : Dr. Chanchal kr. Mondal & Sukumar Roy

ISBN : 978-93-91321-03-1

গ্রন্থস্বত্ব : ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল ও সুকুমার রায়

স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই গ্রন্থের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকাশক :
বিকাশ সাধুখাঁ
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২

অক্ষর বিন্যাস :
অক্ষর লেজার
২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক :
স্পেকট্রাম অফসেট
৫বি, কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

সূচি

- যুগল মিলন স্রোতে : রবীন্দ্র-গান ও কবিতা
  —নিরুপম আচার্য ১১
- লিপিকা : আমার অনুভবে
  —ড. মানস আচার্য্য ১৭
- 'মুক্তধারা'য় যন্ত্রভাবনা ও মানুষের প্রত্যাশা
  —ড. মৃদুল ঘোষ ২৮
- 'ঈশ্বর চেতনা' রবীন্দ্র-সাহিত্যের এক অনন্য প্রত্যাশা
  —সুব্রত রায় ৩৪
- রামায়ণের রূপকার্থ সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ
  —মৃন্ময় কুমার মাহাত ৪০
- রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা
  —অমলেশ পাত্র ৪৭
- 'মালিনী' কাব্যনাট্য : মালিনীর বিবর্তন
  —ড. অরূপ পলমল ৫৬
- বাঙালি শিশুর প্রাইমার ভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ
  —সৌরভ দাস ৬০
- রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যে প্রতিবাদ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
  —ড. মৌমিতা সরকার ৬৬
- প্রত্যাশায় লোকসংস্কৃতিবিদ রবীন্দ্রনাথ ও প্রাপ্তি রবীন্দ্র-কাব্যে
  —ড. সুশান্ত মণ্ডল ৭৩
- প্রেম-মনস্তত্ত্বের আলোকে 'কঙ্কাল' : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি
  —ড. হৈমন্তী দে ৮৪
- রবীন্দ্র-সাহিত্য ও মননে বাউল চেতনা
  —ড. কেয়া চক্রবর্তী ৯১
- সময়ের সংকেত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প
  —শতাব্দী শিকদার ৯৬
- বৈষ্ণবপদাবলীর আলোকে রবীন্দ্রসঙ্গীত
  —সুরজিৎ মণ্ডল ১০৪
- পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
  —আকবর হোসেন ১১১
- রবীন্দ্র-ছোটগল্পে ট্র্যাজেডি ভাবনা
  —দীপক বর্মণ ১১৭

2024/05/16 21:24
AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ

বৈষ্ণবপদাবলীর আলোকে রবীন্দ্রসঙ্গীত

সুরজিৎ মণ্ডল

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শাখা হল বৈষ্ণবপদাবলী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি যার মূল বিষয়। এই প্রেম যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে, অপ্লুত করেছে। বৈষ্ণবপদকর্তাগণও এই প্রেমের মোহে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতাই ফুলে-ফলে সমৃদ্ধি লাভ করেছে বৈষ্ণবপদাবলীতে। বৈষ্ণবকবিতা একদিকে চিরন্তন প্রেমের কাহিনি অন্যদিকে অতলান্ত বেদনার মর্মান্তিক পরিচয়। এই কবিতা শুধুমাত্র মধ্যযুগে নয়, যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়কে জয় করেছে। আধুনিক যুগেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আধুনিক সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় কম বেশি প্রভাব থাকলেও রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবপদবলীর প্রভাব সুস্পষ্ট। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশুকাল থেকে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য বিশেষত: বৈষ্ণবপদাবলীর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে একথা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। শুধুমাত্র বৈষ্ণবপদাবলী নয়, 'ব্রজবুলি' ভাষার প্রতিও তাঁর আকর্ষণ লক্ষণীয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী' তার প্রমাণ। যা পড়তে গিয়ে আজও আমাদের সামনে ভেসে ওঠে বৃন্দাবনের কুসুমকুঞ্জের ছবি, আর দূর থেকে ভেসে আসা হৃদয় উজাড় করা কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি—

"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আও লো।"[১]

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠের ফল লক্ষ্য করা যায় 'ভূবন মোহিনী প্রতিভা', 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'বিদ্যাপতির রাধিকা' প্রভৃতি প্রবন্ধে। এছাড়াও 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'দেহের মিলন', 'সোনার তরী' কাব্যের 'বৈষ্ণব কবিতা'য় বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে, কথাসাহিত্যে, নাটকে, এমনকি বিভিন্ন চিঠিপত্রেও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় 'পদরত্নাবলী' প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। 'গীতবিতান'এর বিভিন্ন গানে রাধার কথা, কৃষ্ণের কথা, কুসুমকুঞ্জের কথা, বৃন্দাবন-মথুরার প্রসঙ্গ বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন—

"বাঁশরি বাজাতে চাই, বাঁশরি বাজিল কই।
বহিরিছে সমীরন কুহরিছে পিকগন,

অবিচল এক পথিক

সম্পাদনা হরপ্রসাদ সাহু

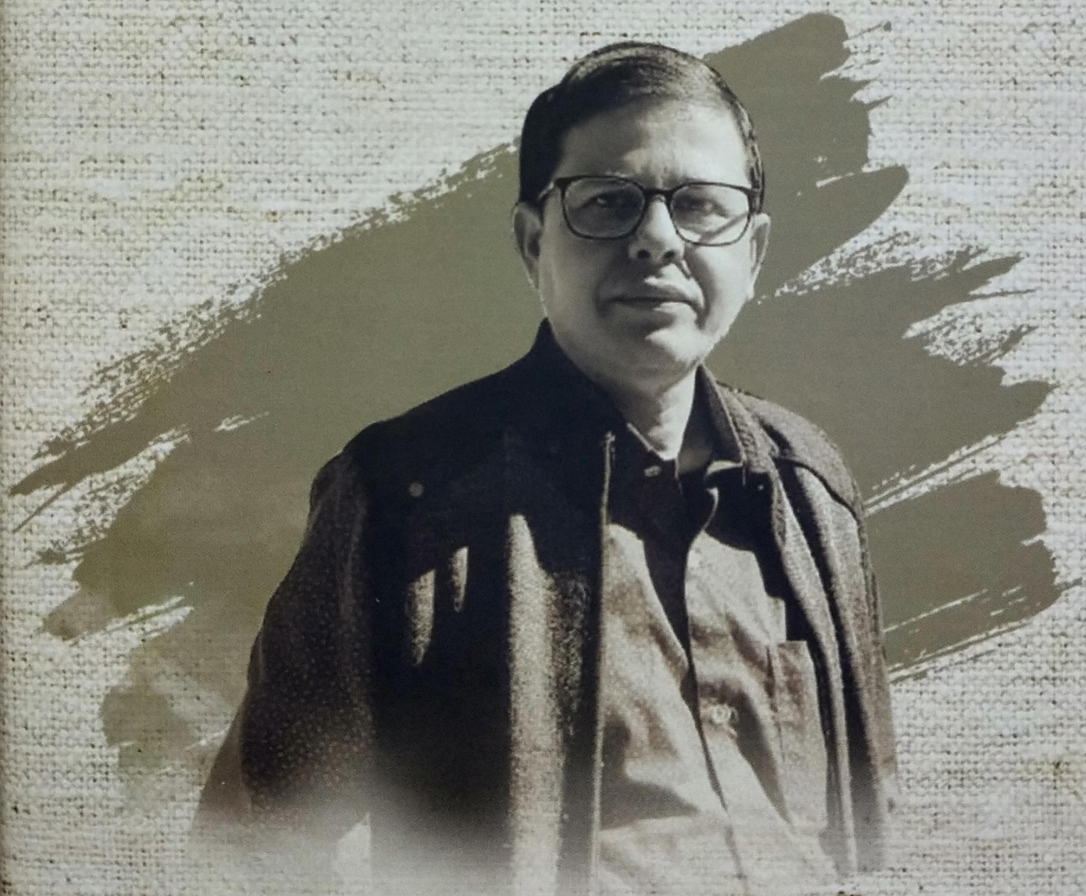

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 21:

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২২

প্রকাশক
বাকপ্রতিমা
মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬০৩
চলভাষ : ৯৪৭৪৪০৬৯৭৯ / ৮৭৫৯৪৪৭৮৩৯
E-mail : bakpratima20@gmail.com

ISBN 978-93-91957-02-5

প্রচ্ছদ
মৃণাল শীল

মুদ্রক
দীপক প্রিন্টার্স
৫০, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯

২০০.০০

2024/05/16 21:26

সূ চি প ত্র

লক্ষ্যের পথে অবিচল এক পথিক / ড. শম্পা বসু ৯
আমার চোখে প্রভাসদা / ড. সুবিকাশ মুখোপাধ্যায় ১৩
একজন সহজ-সরল ভালো মনের মানুষ / ড. নীলাংশু অধিকারী ১৫
বন্ধুত্ব : এক নাড়ির টান / ড. বিমল গোমস ২১
বিশিষ্ট অধ্যাপক-শিক্ষাব্রতী-সমালোচক / ড. পলাশ খাটুয়া ২৪
আমার ছাত্র প্রভাস / হারাধন বিশ্বাস ২৭
অকপট প্রভাসকুমার / শিশিরকুমার বাগ ৩০
বন্ধু প্রভাস / রত্না সাহা ৩২
এক উদ্ভাসিত সুজন / সুব্রত মাইতি ৩৪
শূন্য থেকে শিখরে / হরপ্রসাদ সাহু ৩৬
মানবতার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র / রিক্তা সামন্ত ৪১
অভিভাবক-স্থানীয় ও প্রেরণাদায়ক / যাদব মানা ৪৪
সেদিন থেকে আজ : এক ছাত্রের ডায়েরি / রাখালরাজ দিন্ডা ৪৭
স্থির হাস্যমুখর মায়ামণ্ডিত মুখ / শ্যামল গায়েন ৫০
পুরানো সেই দিনের কথা / সুভাষচন্দ্র মন্ডল ৫৭
চরম দারিদ্র্য থেকে জাত এক দরদি অধ্যাপক / সুশীলকুমার বিশ্বাস ৬৩
এক অনন্য ব্যক্তিত্ব / সুরজিৎ মণ্ডল ৬৪
আমার প্রণম্য স্যার / মল্লিকা সাঁতরা ৬৬
স্যার প্রভাস রায় : আমার জীবনে ধ্রুবতারা / সনাতন মান্না ৬৮
আমার পথের দিশারি / অভিজিৎ মাইতি ৭০
সহজ-সরল উজ্জ্বল-প্রাণ অধ্যাপক / সন্দীপ চক্রবর্তী ৭৩
অধ্যবসায় ও একাগ্রতা : 'শিক্ষক' থেকে 'অধ্যাপক' / নীরেশচন্দ্র ভৌমিক ৭৭
ঔপন্যাসিক প্রভাসকুমার রায় ও তাঁর 'রাজদীপ' / ড. তাপস হাইৎ ৭৮
আত্মশক্তির মনীষা 'জ্যোতির্ময়ী আলো' / দেবনাথ দে ৮১
প্রভাসবাবু ও তাঁর 'রাজদীপ' / অনীতা মাইতি ৮৬
আলোর দিশারি / বিউটি রায় ৮৭
আত্মীয়তার বন্ধন / সুনন্দা পন্ডা দীক্ষিত ৮৯
আমার শিক্ষাগুরু / সোমাশ্রী মান্না মাইতি ৯২
একটি ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি / সুবর্ণা পট্টনায়ক ৯৪
ছেলেটি / শুকলাল কীর্তনিয়া ৯৬
স্মৃতির টুকরো কথা / নৃপেন বিশ্বাস ১০১
বাংলা বিভাগের তথা কলেজের গৌরব / পূজা মাইতি ১০৩
'কোনো মেধাবি ছাত্র এখন বাংলা নিয়ে পড়ছে না'/সাক্ষাৎকার : দেবাঞ্জন হাজরা ১০৫
প্রভাসকুমার রায় : জীবনপঞ্জি ১১৫
লেখক পরিচিতি ১১৬

এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

সুরজিৎ মণ্ডল

১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব সেখানেই অতিবাহিত হয়। তাঁর বয়স যখন ৯ বছর, তখন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। সেই সঙ্গে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রভাসকুমার রায় এই মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী বালক। এই যুদ্ধ ও দাঙ্গা কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ। প্রাণভয়ে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা তখন দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। প্রভাসকুমার রায় ছিলেন এই উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিনিধি। জন্মভিটে ছেড়ে অজানা ঠিকানায় পাড়ি দেয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে। শুরু হয় জীবনের আর এক অধ্যায়।

সমস্ত অভাব অভিযোগকে পেছনে ফেলে অদম্য উৎসাহে ভর করে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে গোবরডাঙা হিন্দু কলেজে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। তারপর ক্রমে ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ., রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল এবং রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৯২ সাল থেকে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। বর্তমানে তিনি মহিষাদল রাজ কলেজে বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (স্নাতকোত্তর)।

পড়াশোনা ও অধ্যাপনার মাঝে তিনি একাধিক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। লিখেছেন বহু মৌলিক গ্রন্থ। প্রভাসকুমার রায়ের মৌলিক গ্রন্থগুলি হল — 'জ্যোর্তিময়ী আলো' ২০১২ (কাব্যগ্রন্থ), 'ছোট প্রশ্নের আলোকে রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ' ২০১৩, 'প্রফুল্ল রায়ের কথাসাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ' ২০১৯, 'রাজদীপ' ২০২১ উপন্যাস। এছাড়া সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকায় রয়েছে 'বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ঃ সমস্যা ও সম্প্রীতি' ২০০৮, 'বাংলা সাহিত্যে নারীর জগত' ২০০৮, 'নানা রবীন্দ্রনাথ' ২০১১, 'আশাপূর্ণা দেবী; নানা চোখে' ২০১১, 'রবির আলোয়' ২০১২, 'অনন্য বিবেকানন্দ' ২০১৩, 'বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা' ২০১২, 'অমৃত পুরুষ বিদ্যাসাগর' ২০১৯। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখে চলেছেন।

এবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসি। সৌভাগ্যক্রমে প্রভাসকুমার রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় কর্মসূত্রে। ২০১৮ সালে মহিষাদল রাজ কলেজে আমি অতিথি অধ্যাপক হিসেবে জয়েন করি, তারপর দীর্ঘ দেড় বছর ওনার সান্নিধ্যে থেকেছি। সর্বদাই প্রভাসবাবুকে আমরা শিক্ষক হিসাবে কাছে পেয়েছি। ক্লাসে পড়ানোর ক্ষেত্রে যখন সমস্যায় পড়েছি, তখনি ছুটে গিয়েছি স্যারের কাছে। ওনার সহজ সরল ব্যবহার ও পাণ্ডিত্যে আমরা সর্বদাই আপ্লুত হয়েছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কিংবা সেমিনারে স্যারের বক্তব্য আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। তৃপ্তি পেতাম। একই ভাবে তৃপ্তি পেয়েছি স্যারের বিভিন্ন গ্রন্থগুলি পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে 'রাজদীপ'-এর কথা না বললেই নয়। 'রাজদীপ' যেন প্রভাসকুমার রায়ের শৈশবের লীলাভূমি।

সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি

সম্পাদনা

পরিমল মন্ডল

রঞ্জন মাহাতি

AI DUAL CAMERA
Shot by সুরজিৎ
2024/05/16 21

Sahitya, Samaj O Sanskriti

Edited by

Parimal Mandal

&

Ranjan Mahata

প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০২৩

© কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌

প্রকাশক

অরেন্স মহালদার

কগনিশ্‌ন পাবলিকেশনস্‌ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

ISBN : 978-93-92205-32-3

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্‌ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সৈকত মজুমদার

মূল্য: ৪৭৫ টাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভারতীয় সমাজে মহিলাদের অধিকার ও অবস্থান
মৌসুমি কুন্ডু ..... পৃষ্ঠা ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়: নারী ক্ষমতায়ন: সেকাল ও একাল
পিয়া সিন্হা ..... পৃষ্ঠা ২২

তৃতীয় অধ্যায়: সমাজতত্ত্বের মনস্তত্ত্বে নারীত্বের নবমূল্যায়ন — Bengali Fiction: "Ragged end"
শুভেন্দু ঘোষ ..... পৃষ্ঠা ৩২

চতুর্থ অধ্যায়: মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বঙ্গনারীর সামাজিক অবস্থান
সুরজিৎ মন্ডল ..... পৃষ্ঠা ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়: বিবাহ: নারীর স্বতন্ত্র সত্তার পরিপন্থী
তাপস দাস ..... পৃষ্ঠা ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: বৈবাহিক সম্পর্ক ও তার স্থায়ীত্বের সঙ্কট: একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
সুদেষ্ণা মিত্র ..... পৃষ্ঠা ৫৮

সপ্তম অধ্যায়: সংস্কৃতসাহিত্যে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির স্বরূপ
অপূর্ব গরাই ..... পৃষ্ঠা ৭১

অষ্টম অধ্যায়: সাহিত্য — সমাজ — সংস্কৃতির আদর্শে বিভূতিভূষণ ও তাঁর ইছামতীর সমাজ ও সংস্কৃতি
প্রেমাঙ্কুর মিশ্র ..... পৃষ্ঠা ৭৭

নবম অধ্যায়: নলিনী বেরার কথাসাহিত্যে সমাজ চেতনা
পিন্টু সাইনি ..... পৃষ্ঠা ৮৫

দশম অধ্যায়: প্রাত্যহিক জীবনে শ্রীমদ্ভগবৎগীতার প্রাসঙ্গিকতা
নন্দিতা বারুই ..... পৃষ্ঠা ৯৮

DUAL CAMERA
ot by সুরজিৎ
2024/05/16 21:22

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বঙ্গনারীর সামাজিক অবস্থান

সুরজিৎ মণ্ডল

সারসংক্ষেপ: *মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনা গুলি হল- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, জীবনী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি। মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশেষ বিশেষ নারী চরিত্র সমূহ হল –*

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য – রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই।
বৈষ্ণব পদাবলীর – রাধা।
শাক্ত পদাবলীর – উমা ও মেনকা।
মঙ্গল কাব্য – মনসা মঙ্গল কাব্যের - মনসা, বেহুলা, সনকা।
চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের – ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনা।
অনুবাদ সাহিত্য – সীতা, কৌশল্যা।
জীবনী সাহিত্যে – শচী মাতা, লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া।
মৈমনসিংহ গীতিকা – মহুয়া, চন্দ্রাবতী, মলুয়া।
আরাকান রাজসভার সাহিত্য – পদ্মাবতী, ময়নামতী ও চন্দ্রানী।

উক্ত চরিত্র গুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে বঙ্গনারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান চিহ্নিত করাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

মূল শব্দ: মধ্যযুগ, বঙ্গনারী, বাংলা সাহিত্য, সমাজ।

[১]

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আশা-নিরাশার কাহিনী নিয়ে সাহিত্য গড়ে ওঠে। সাহিত্যে মানব হৃদয়ের কথাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। এছাড়াও সমকালীন সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, কিংবাবিভিন্ন ঘটনাবলীও সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি যুগে সমকালীন সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কালগত দিক থেকে বাংলা সাহিত্য তিনটি যুগে বিভক্ত। প্রাচীনযুগ (৯০০ – ১২০০), মধ্যযুগ (১৩৫০ – ১৮০০), আধুনিক যুগ (১৮০০ – বর্তমান)। প্রায় ছয় শত বছর মধ্যযুগের সময়কাল। মধ্যযুগের প্রথমদিকে প্রায় দেড়শ বছর সাহিত্যের কোনো নিদর্শন না পাওয়ার কারণে তা অন্ধকার যুগ নামে পরিচিত। মধ্যযুগের

AL CAMERA
y সুরজিৎ